ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
**Impact Factor: 4.5**
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1467-1475
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

# লোকচিত্রকলা অলংকরণের বিষয়, নক্শা ও মোটিফ

**শিপ্রা ঘোষ**, *গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ,(ইউ.আর.এস) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
**সুজয় কুমার মণ্ডল**, *অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 17.07.2025; Accepted: 20.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

The folk painting tradition of West Bengal is a rich and culturally significant art form, deeply rooted in the religious beliefs, social customs, and everyday life of rural communities. This research paper focuses on a critical analysis of the decorative designs, motifs, and underlying customs embedded within folk art. Art forms such as Wall Painting, Patchitra, Alpona, Sara Painting, Dashabatar Taas, and Chalchitra incorporate symbolic motifs like trees, birds, the sun, fish, conch shells, and lotuses- each reflecting layers of social meaning and spiritual belief. The paper explores the structural methods of traditional ornamentation, the aesthetic use of colour, and the evolution or preservation of these practices across generations. It also examines how the lifestyle, faith, and festive spirit of folk artists influence the artistic conventions of these paintings. The study reveals that folk painting in West Bengal is not merely an aesthetic expression, but a living cultural practice-one that embodies rural identity and preserves ancestral knowledge and tradition.

**Keywords:** Motif, Design, Folk Painting, Symbol, Bilief

লোকচারুশিল্প ও লোককারুশিল্প উভয় লোকশিল্প ধারায় বিভিন্ন অঙ্গিকের ক্ষেত্রেই অন্যতম দিক হল অঙ্কনের বিষয়বস্তু। শিল্পকলার সঙ্গে নান্দনিকতার একটা যোগসূত্র রয়েছে। আর এই নান্দনিকতার প্রকাশ ঘটে চিত্র অঙ্কনের বিষয়বস্তু ও প্রকাশ শৈলীর মাধ্যমে। শিল্পীরা মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রতিনিয়ত ব্যবহারিক ও শৌখিন দ্রব্যসামগ্রী নির্মাণ করে চলেছে, যা তাদের সাংসারিক চাহিদা মেটাচ্ছে এবং সৌন্দর্য চেতনাকেও উজ্জীবিত করে। লোকশিল্প চেনা যায় বস্তু, রং, রেখা শৈলীর ব্যবহার, সরলতা, সজীবতায় তেমনি লোকশিল্প চিত্রিত দ্রব্যের মধ্যে কোনটি বিষয় ও কোনটি মোটিফ পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক, উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক, সৌরজগৎকেন্দ্রিক অনেকচিত্র রয়েছে যেগুলির কোনটিকে মোটিফ ও কোনটিকে সাধারণ চিত্র রূপে গণ্য করা হয়।

## বিষয়, নক্শা ও মোটিফ ধারণা:

লোকচিত্রকলার ধারণা মানুষের সহজাত হওয়ার শিল্প অলংকরণ ও শৈলী সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই লোকচিত্রকলা অঙ্গিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। এই অলংকরণ বা নক্শা চিত্রকলার নান্দনিকতা ও সৌন্দর্য লালিমাকেই বৃদ্ধি করে না, অঙ্গিকটির পরিচায়ক হিসাবেও চিহ্নিত হয়। লোকশিল্পের ক্ষুদ্রতম উপাদানগুলি যা কোন শিল্প আঙ্গিকেত্র মধ্যে অবস্থান করে শিল্পের শিল্প সুষমা বৃদ্ধি করে তথা শিল্পের ব্যবহারিক নান্দনিক তাৎপর্য বৃদ্ধি করে তাকে লোকশিল্পের মোটিফ বলে অভিহিত করতে পারি। মোটিফ শব্দটি সর্বপ্রথম উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে আনুমানিক ১৮৫০ সালে মতান্তরে ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে ব্যবহৃত হয়। ফ্রেঞ্চ 'motiv' শব্দ থেকে 'motif' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। ফরাসী 'motiv' (mov tee) শব্দটি ল্যাটিন 'movere' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ-

to move। ল্যাটিন ভাষা থেকে উৎপত্তি হয়েও পরিযায়ী 'মোটিফ' শব্দটি ফ্রান্সে এসে পরিণতি লাভ করে। এই বিষয়ে ই-মাধ্যমের অভিধান গ্রন্থে বলা হয়েছে:

> "The race car decor in your room, the refrain of a song, the idea or object that keeps popping up a story – these are all motifs, recurring elements that move through out and shape music, art and novels. This French impotent is related to the Latin verb 'movere' which means to move. Think about a pattern or design that moves throughout something when you hear motif"[১]

বিদ্যাশৃঙ্খলার বিভিন্ন শাখায় মোটিফ ঠিক কিভাবে যুক্ত সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেলেও মোটিফের সংজ্ঞা নিয়ে মতানৈক্য আছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বা প্রেক্ষিতে মোটিফকে আলোচনা করা হয়েছে। সাহিত্য, সংগীত, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মোটিফ শব্দের ব্যবহার হয়েছে এবং তাৎপর্যতা লাভ করেছে। মোটিফ সম্পর্কে The New Shorter oxford English Dictionary তে বলা হয়েছে:

> "A distinctive, significant or dominant idea or theme, especially art or a distinctive feature, subject or structural principle in composition or design in literature or Folklore a particular or recurrent event, situation theme, character a particular or recurrent event, situation theme, character theme etc"[২]

মোটিফের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে বলতে পারি যে, 'motif is a smallest element any constituent part' অর্থাৎ মোটিফ হল কোন উপাদান বা আঙ্গিকের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ বা একক, যার সুবিন্যস্ত পরিকাঠামোর দ্বারাই কোন উপাদান পরিপূর্নতা লাভ করে। মোটিফের বিভিন্ন সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে মোটিফের যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়:[৩]

> ১. মোটিফ হল কোন উপাদানের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ।
> ২. বিষয়ভেদে মোটিফগুলির অর্থ ও প্রাসঙ্গিকতা ভিন্ন।
> ৩. কোন আঙ্গিকের মধ্যে একই মোটিফের পুনরাবৃত্তি ঘটে।
> ৪. কোন উপাদানের ক্ষেত্রে মোটিফ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন ভূমিকা পালন করে এবং এর মধ্যে দিয়ে মূল ভাব প্রকাশিত হয়।

সুতরাং, মোটিফ হল কোন উপাদানের বা আঙ্গিকের ক্ষুদ্রতম একক, যা মূল পরিকাঠামো গঠন করে এবং আঙ্গিকটির তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণে বারংবার ব্যবহৃত হয়।

লোককথার মোটিফ নির্ণয়ের মাধ্যমে সর্বপ্রথম লোকসংস্কৃতিতে মোটিফের ব্যবহার হয়। লোককাহিনীর ক্ষেত্রে মোটিফ যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তেমনি লোকশিল্প যে কোন আঙ্গিক বিচারের ক্ষেত্রেও মোটিফ গুরুত্বপুর্ণ। তাই লোকচিত্রকলা পর্যালোচনা প্রসঙ্গে মোটিফের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। মোটিফ বলতে বোঝায় লোককাহিনীর ক্ষুদ্রতম অংশ। লোককাহিনীর ক্ষেত্রে মোটিফের আলোড়নকারী মতবাদ হল মোটিফ ইনডেক্স যা লোককথার শ্রেণিকরণে অন্যতম বিষয়। পল্লব সেনগুপ্তের সংজ্ঞানুযায়ী লোককাহিনীর মোটিফের মধ্যে অসাধারণত্ব থাকবে তেমনি লোকচিত্রকলার ক্ষেত্রেও মোটিফের কিছু বার্তা বা সংকেত থাকে। সেই চিত্রের মধ্য দিয়ে শিল্পী কিছু বিশেষ ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করেন। দিব্যজ্যাতি মজুমদার তাঁর বাংলার লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইণ্ডেক্স গ্রন্থে মোটিফ সম্পর্কে বলেছেন:

> "পৃথিবীর সমস্ত জনগোষ্ঠীতে লক্ষ কোটি লোককথা ছড়িয়ে আছে। এদের অধিকাংশের উৎপত্তি মৌখিক ঐতিহ্য থেকে। প্রত্যেকটি লোককথার এক বা একাধিক মুল বিষয় আছে। এই মূল বিষয়কে মোটিফ বলে।"[৪]

লোককাহিনীর মোটিফের যে সংজ্ঞা তা লোকশিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, "Encyclopaedia at Anthropology" তে মোটিফের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে- "A motif is regularly recurrent thematic in a body of

art of Folklore”[৫] অর্থাৎ মোটিফ হলো লোকসংস্কৃতির অবয়বে অবস্থিত শিল্পগত ভাবনা। বিজনকুমার মন্ডল লোকশিল্প মোটিফ সম্পর্কে বলেছেন:

> “মোটিফ হল শিল্পীর অভিজ্ঞতার নির্যাস যা কিনা বাস্তবের প্রতিফলন ধর্মীয় চেতনার স্ফূরণ, কাল্পনিকতার প্রকাশ কিংবা জ্যামিতিক নক্‌শার প্রয়োগ। মোটিফের মধ্য দিয়েই শিল্পীর সৌন্দর্যচেতনা ও মনস্তত্ত্ববোধের প্রকাশ ঘটে।”[৬]

লোকচিত্রকলায় তেমনি বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক চিত্র অঙ্কন করা হয় তবে সেক্ষেত্রে সবগুলোই যে মোটিফ তা নয় লোকচিত্রকলায় বিভিন্ন চিত্র বিষয় হিসেবে আঁকা হয়ে থাকে। মোটিফ হলো সেইগুলি যেগুলির রূপকার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। এক কথায় লোকশিল্প ক্ষেত্রে মোটিফ হল:

> “শিল্পকর্মের কোনো একক ও স্থায়ী ফর্ম বা ডিজাইন যা ঐতিহ্যাশ্রিত এবং দৃষ্টিনন্দিত গুণের অধিকারী।”[৭]

সুতরাং আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় লোকসংস্কৃতি চর্চায় মোটিফের প্রসঙ্গ লোককথার মাধ্যমে সূত্রপাত হলেও বর্তমানে লোকসংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় উপাদানের মধ্যেই লক্ষণীয়। লোককথা ও লোকশিল্প তথা লোকচিত্র কলার উভয়ের মোটিফ মানুষের লব্ধ অভিজ্ঞতার মূর্ত প্রতিফলন যার মধ্যে মানুষের ভাবনা, নান্দনিকতাবোধ, সৃজনদক্ষতা, মনস্তত্ত্বের স্ফূরণ ঘটে।

লোকশিল্পের মোটিফ সম্পর্কে পূর্বে পর্যালোচনা করেছি। মোটিফের আলোচনায় ‘Symbol’ বা নক্‌শার আলোচনা স্বাভাবিক ভাবেই চলে আসে। কিন্তু নক্‌শা (Design), প্রতীক (Symbol) ও মোটিফের পারস্পারিক সম্পর্ক কি সেই সম্পর্কে ধারণা প্রয়োজনীয়। এই সবগুলি লোকশিল্পের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। প্রথমে এদের উৎস সম্পর্কে জানি। Symbol বা প্রতীক শব্দটি একটি ল্যাটিন শব্দ ‘Symbolum’ থেকে এসেছে, যার অর্থ চিহ্নিত গৃহীত। Advance Oxford Dictionary তে প্রতীকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

> “Symbol is a mark of character used as a conventional representation of an object, function or process.”[৮]

Sign, motif, mark, letter, logo প্রভৃতি শব্দ symbol বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সামগ্রিকভাবে বলা যায় Symbol এর মাধ্যমে কোন বস্তুর সমগ্রতাকে উপস্থাপন করে। এবার আসি নক্‌শা বা Design। Design শব্দ টির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ ‘designare’থেকে যার অর্থ ‘to designate’ নক্‌শা বা Design হল কোন একটি প্রকল্পের সম্ভাব্য কাঠামো। Design-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে বলা হয়েছে:

“The process and skill of making drawing that show how something should be made, how it will work”[৯]

অর্থাৎ কোন বস্তু নির্মাণ করার রেখাচিত্র বা নক্‌শা বানানোর দক্ষতা এবং প্রতিভা।

উল্লিখিত অলোচনা থেকে সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, নক্‌শা, প্রতীক, চিহ্ন শব্দগুলি প্রায় সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হলেও এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। Symbol বা sign প্রায় একই অর্থ প্রকাশ করে। চিহ্নবিজ্ঞানে অর্থযুক্ত, নক্‌শাকে চিহ্ন বলা হয়েছে অর্থাৎ নক্‌শা মানেই চিহ্ন নয়। যে সমস্ত নক্‌শায় বিশেষ অর্থ বা সংকেত থাকে তাকে চিহ্ন বলে। আর Symbol হল কোন কিছুর প্রতীক। যেমন ‘লক্ষীর পা’ আঁকা শুভ প্রতীক। সব নক্‌শা, প্রতীক শিল্পকর্মে মোটিফ হিসাবে স্থান পায় না। নক্‌শা কোন সমাজ তথা জাতির পরিচয় চিহ্ন রূপে স্বীকৃত। তাই চিহ্ন ও নক্‌শার মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। নক্‌শা, চিহ্ন ঐতিহ্যানুসারে সমাজে তথা শিল্পে মোটিফ হিসাবে পরিগণিত হয় অর্থাৎ নক্‌শা, মোটিফ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আবার যে সমস্ত নক্‌শা অর্থযুক্ত হয় এবং সাংকেতিক মূল্য আরপিত হয় সেগুলি হল Symbol বা প্রতীক নামে পরিচিত। সব নক্‌শা মোটিফ নয়, বিশেষ অর্থযুক্ত নক্‌শা যা দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহ্যবহন করে আসছে সেগুলি হল মোটিফ। সুতরাং নক্‌শা, প্রতীক, মোটিফ এগুলির মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকলেও এগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

লোকচিত্রকলার চিত্রিত চিত্রে বিচিত্র বিষয় থাকে। সাধারণত সেগুলিকে মোটিফ বলা হয়; তবে সবচিত্রই মোটিফ নয়, কিছু কিছু সাধারণ দৃশ্যও থাকে। আলপনায় যে সমস্ত বিষয় আঁকা হয় সেগুলি বেশিরভাগ মোটিফ। শিল্পীরা

পরিচিত সাংসারিক ঘটনা, প্রাকৃতিক বিষয়, দেবলোক, কল্পলোক থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছবি আঁকেন। সরা পটে দেবদেবী বিশেষত লক্ষী ও অন্যান্য কিছু দেবীর চিত্র আঁকা হয়। পটচিত্রের ক্ষেত্রে বিচিত্র বিষয় স্থান পায়। যেমন রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি, বৃক্ষরোপণ, বন্যার পট, সাক্ষরতা, শিশু কল্যাণমূলক, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, বিভিন্ন বিপ্লব বিষয়ক পট, বিভিন্ন মহাপুরুষের চিত্র, দেবদেবীর চিত্র ইত্যাদি। পুঁথি ও পাটাচিত্রের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি স্থান পায়। লোকচিত্রকলার যে সমস্ত বিষয়গুলি পাওয়া যায় সেগুলি অধিকাংশ পৌরাণিক কাহিনি সামাজকেন্দ্রিক, প্রাকৃতিক জগৎকেন্দ্রিক। দেওয়ালচিত্রের ক্ষেত্রে সামাজিক, প্রাকৃতিক ও উদ্ভিজকন্দ্রিক বিষয়বস্তু পরিলক্ষিত হয়। সে সমস্ত বিষয়বস্তু লোকচিত্রকলার বিভিন্ন অঙ্গিকের স্থান পেয়েছে সেই সমস্ত চিত্রবস্তুর বিচার-বিশ্লেষণ করলে তাদের মোটিফ নির্ণয় করা যায়। তবে সব ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। এর মধ্যে কিছু চিত্র সাধারণ চিত্র এবং কিছু মোটিফ রূপে বিবেচিত। মোটিফের মধ্যে অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে।

## মোটিফের বর্গ বিভাজন:

মোটিফ সংক্রান্ত আলোচনার সুবিধার্থে মোটিফের বর্গীকরণ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রেক্ষিতে শিল্পের মোটিফ নির্নয় করা যায়। কখনো বিষয়, উপাদান, ব্যবহারিক প্রেক্ষিতে সামনে রেখে শিল্প মোটিফ চিহ্নিত করা যায়। বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ লোকশিল্পের মোটিফকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছেন। যেমন লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমেদ তাঁর ‘বাংলার চারু ও কারু লোকশিল্পকলা’ শীর্ষক গ্রন্থে লোকশিল্পে কয়েকটি মোটিফের আলোচনা করেছেন।[১০] সেগুলি হল:

১. উদ্ভিজ্জ বস্তু
২. জ্যামিতিক রেখা-নক্শা
৩. প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক, ও মহাজাগতিক বস্তু
৪. দেবদেবী
৫. নর-নারী
৬. পশু পাখি
৭. ধর্মীয় স্থাপনা
৮. নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য
৯. যানবাহন
১০. বিবিধ

উপরোক্ত মোটিফের বর্গিকরণ করে মোট ৫৮ টি বিষয় আলোচনা করেছেন। সুজয়কুমার মণ্ডল মহাশয় তাঁর লোকশিল্পের তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত’ শীর্ষক গ্রন্থে লোকশিল্পের শ্রেণীকরণে লোকশিল্পের মোটিফ নিম্নলিখিতভাবে বিভাজন করেছেন।[১১]

শিল্প মোটিফ ভিত্তিক

| উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক | প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক | ব্যবহারিকজগৎ | সৌরজগৎ | সাংস্কৃতিক প্রতীক | জ্যামিতিক | নকশাকেন্দ্রিক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (গাছ, পাতা, ফুল, ফল) | (মানুষ, পশু, পাখি, মাছ, কীটপতঙ্গ, শঙ্খ) | (গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় উপাদান) | (সূর্য, চন্দ্র, তারা) | (পান, শঙ্খ, স্বস্তিক) | (বৃত্ত, ত্রিভূজ, অর্ধবৃত্ত, আয়তক্ষেত্র) | |

পারভীন আহমেদ Bangladesh Kantha Art In The Indo Gajentic Mtrix শীর্ষক গ্রন্থে তিনি বাংলাদেশের লোকশিল্পের মোটিফ রুপে ৪৬টি মোটিফের বিষয় চিহ্নিত করেছেন। মোটিফগুলি হল ১. জীবনবৃক্ষ ২. পদ্ম ৩. কলকা ৪. বৃত্ত বা মণ্ডল ৫. লতাপাতা ৬. পুস্প ৭. আলপনা ৮. মোড়া ৯. হাতি ১০. বিশ্বব্রক্ষ্মাণ্ড বা মহাজাগতিক ১১. মাছ ১২. মকর ১৩. নৌকা ১৪. ঢেঁকি ১৫. লাঙল ১৬. মই ১৭. ঝাড়ু ১৮. কুলা ১৯. পালকি ২০. মাদুর ২১. চেয়ার ২২. পাখা ২৩. হুক্কা ২৪. কাঁচি ২৫. সরতা ২৬. অলংকার ২৭. রাখিবন্ধন ২৮. পিপরা ২৯. তুলসীগাছ ৩০ ধান ছড়া ৩১. দূর্বাঘাস ৩২. কদম্ব গাছ ৩৩. চক্র ৩৪. বাঘ ৩৫. হাতি ৩৬. হরিণ ৩৭ ঘোড়া ৩৮ গোরু ৩৯. বীজ ৪০. বিন্দু ৪১. কলস ঘট ৪২. ময়ূর ৪৩. দেব-দেবী ৪৪. মানব-মানবী ৪৫. সজ্জিত ঘর বাড়ি ৪৬. পাশার ছক ইত্যাদি[১২]

লোকচিত্রকলার বিভিন্ন আঙ্গিকে মোটিফ হিসাবে যে সমস্ত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল - বিভিন্ন গাছ, পদ্ম, গোলাপ ও অন্যান্য লতানো ফুল , পাখি, লতা-পাতা, হাতি, ঘোড়া, বিভিন্ন দেব-দেবী, ময়ুর, মোরগ কলাগাছ, ধানের শীষ, ধানছড়া, লক্ষ্মীর পা, কলকা, বিভিন্ন জ্যামিতিক নক্‌শা, দেবদেবী, লক্ষ্মী, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি। এই সমস্ত মোটিফগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মোটিফগুলিকে আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি বিষয়কেন্দ্রিকভাবে ভাগ করে নিয়েছি। যেমন:

চিত্র নং-১ কলকা মোটিফ

লোকচিত্রকলার মোটিফ

- উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ
- প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ
- সৌরজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ
- জ্যামিতিক নক্‌শাকেন্দ্রিক মোটিফ
- দেব-দেবীকেন্দ্রিক মোটিফ
- বস্তুগতদ্রব্যকেন্দ্রিক মোটিফ

## ১. উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ:

লোকচিত্রকলা বাংলার শুধু একটি ঐতিহ্য নয় লোকশিল্প আঙ্গিক তাই স্বাভাবিকভাবেই গ্রাম বাংলার সবুজ শ্যামল উদ্ভিদজগৎ শিল্পীর পরিচিত বিষয়। শিল্পীর এই উদ্ভিদজগতের সাথে সম্পর্ক ও নিবিড়। চিত্রশিল্পীদের সাধারণভাবেই যে কোন পরিচিত দৃশ্য, ঘটনা বা বিষয়বস্তুই বেশী করে প্রভাবিত করে। তাই লোকচিত্রকলার বিভিন্ন আঙ্গিকে আমাদের নজরের সামনে থাকা বিভিন্ন গাছ, ফুল, লতা-পাতা স্থান পায়। নিম্নে কয়েকটি উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক মোটিফের পরিচয় দেওয়া হল:

**গাছ:** গাছের মধ্যে বিশেষ করে কলাগাছ, বিভিন্ন শাখাপ্রশাখাযুক্ত, ফুল-ফল যুক্তগাছ দেখা যায়। এছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে সুর্যমুখী গাছে টবে লাগানো ফুলসহ গাছ লক্ষ্য করা যায়। পটচিত্রে বা পুঁথি ও পটচিত্রের চারপাশে বর্ডারের সাদৃশ্য লতাপাতা চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। আবার আলপনা চিত্রের ক্ষেত্রেও লতা-পাতার চিত্র অধিকভাবে লক্ষ্য করা যায়। গাছ আসলে সজীব তাই বলা যায় সজীবতা ও উর্বরতার প্রতীক হিসাবে আঁকা হয়।

**কলকা:** কলকা লোকশিল্প তথা লোকচিত্রকলার একটি বিশেষ পরিচিত মোটিফ। চলতি কথায় কলকা কে কলকি ও বলা হয়। তুর্কি 'কলগি' শব্দ থেকে হিন্দিতে কলগা ও বাংলায় কলকা হয়েছে[১৩] কলকার ব্যবহার বহুল। কাঁথা, শাড়ি, মেয়েদের অলংকারেও কলকার প্রয়োগ দেখা যায়। আলপনায় সবচেয়ে কলকা নক্‌শার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। তাছাড়া দেওয়ালচিত্রের ক্ষেত্রেও কলকা মোটিফের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় (চিত্র নং-১)।

**লতা-পাতা:** লতা-পাতাও উদ্ভিদকেন্দ্রিক মোটিফ। তাই এক্ষেত্রে এই বিষয়টি ও উল্লেখ্য। দেওয়ালচিত্রের দরজা বা জানলার চারপাশ দিয়ে বিভিন্ন লতার চিত্রা আঁকতে দেখা যায়। কোন কোন সময় ফুলসহ থাকে আবার কোন সময় ফুল থাকে না। এছাড়া আলপনায় এই মোটিফের অধিক ব্যবহার রয়েছে। সবচেয়ে প্রাচীন লোকচিত্রকলা আঙ্গিক পাটাচিত্রে ও পটচিত্রেও এই লতা-পাতার মোটিফ দেখতে পাওয়া যায়।

**ধানের শিষ:** ধানের শিষ লোকচিত্রকলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ। ধানের শিষ আলপনাতে লক্ষ্য করা যায়। ধান আসলে সম্পদের প্রতীক। তাছাড়া বিভিন্ন শুভ কাজে ধানের ব্যবহার করা হয় সুতরাং এটি সৌভাগ্যের প্রতীক। আলপনা বিভিন্ন পূজা ও আনন্দ অনুষ্ঠানে দেওয়া হয়। লক্ষ্মীপূজার আলপনায় 'লক্ষ্মীর পা' আঁকার সাথে সাথে ধানের শিষও আঁকা হয়। আলপনার একটি প্রধান মোটিফ হল ধানের শিষ।

**পদ্মফুল:** লোকশিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিকেই 'পদ্মফুল' মোটিফের ব্যবহার দেখা যায়। পদ্ম বহুমুখী প্রতীকধর্মী। দেওয়ালচিত্র, সরাচিত্র, আলপনায় পদ্মফুলের মোটিফ দেখা যায়। পদ্মের ওপর দেবী লক্ষ্মী বসে থাকেন যেহেতু লক্ষ্মীদেবী হিন্দুমতে সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রতীক সুতরাং পদ্ম প্রাচুর্য ও পবিত্রতার প্রতীক রূপে বিবেচিত হয়। আলপনা এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অঙ্কিত হয়। সেই সব ক্ষেত্রেও পদ্ম মোটিফ দেখা যায়। বিভিন্ন গোলাকার ফুল আঁকা হয়। সেগুলি আসলে পদ্মেরই অনুকৃতি । প্রাচীন গুহাচিত্রেও পদ্মের ভুল ব্যবহার ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং পদ্মফুল মোটিফের প্রাধান্য ভারতীয় চিত্রকলায় প্রাচীনকাল থেকেই রয়েছে।

**জবাফুল:** দেওয়ালচিত্রেই মুলত জবাফুলের ব্যবহার দেখা যায়। দেওয়ালগাত্রে একটি একটি করে জবাফুল আঁকা দেখা যায়। জবা হল অত্যন্ত সুখ ও আনন্দের প্রতীক আদিবাসিরা তাদের পরবে দেওয়ালচিত্র আঁকে। পরব আনন্দ অনুষ্ঠান তাই দেওয়ালে জবা ফুল অঙ্কন করা হয়। আলপনায় জবাফুলের চিত্র দেখা যায় তবে খুব কম (চিত্র নং-২)।

চিত্র নং-২ জবাফুল

**গোলাপফুল:** গোলাপফুল দেওয়ালচিত্রের একটি পরিচিত মোটিফ। গোলাপফুল সৌন্দর্য ও ভালোবাসার প্রতিক। দেওয়ালগাত্রে ফ্রেসকো ও রিলিফ এই দুই পদ্ধতিতে গোলাপফুল আঁকতে দেখা যায়। অনেক সময় রিলিফ শ্রেণীর দেওয়ালচিত্রের ওপর রং করা হয়।

## ২. প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ:

প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ বলতে পশু বা জীবজন্তু, পাখি মানব প্রভৃতির অনুকৃতি বোঝায়। পশু বা জীবজন্তুর হিসাবে ঘোড়া, হাতি, হরিণ এবং পাখির মধ্যে টিয়া, ময়ূর, পায়রা চিত্র অঙ্কিত হয়। এছাড়া হাঁস, মোরগের চিত্রও দেখা যায়। তবে এর মধ্যে হাতি ও ময়ূরের চিত্র সবচেয়ে বেশি দেখা যায় দেওয়ালচিত্রে। নিম্নে প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক মোটিফের বিবরণ দেওয়া হল:

**হাতি:** দেওয়ালচিত্রেই মূলত হাতির চিত্র অঙ্কিত হয়। বাংলার একটি অন্যতম পশু হল হাতি। অতীতে জঙ্গলে হাতির সমাগম ছিল। তবে বর্তমানেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। আর আদিবাসীরা জঙ্গলেই বসবাস করে। তাই দেওয়ালচিত্রে হাতি চিত্র আঁকতে দেখা যায়। লোককাহিনিতে বা দিদা-ঠাকুমার রূপকথার যে সব কাহিনি শোনায় তাতে রাজা-জমিদারদের বর্ণনা দিতে গিয়ে হাতির প্রসঙ্গ আসে। সুতরাং হাতি সম্পদ ও মর্যাদার প্রতিক। তাছাড়া হাতির দাঁতও বহুমূল্যবান সম্পদ। তাই বলা যায় আদিবাসীরা সম্পদের আকাঙ্ক্ষা নিজেদের মনের কামনা প্রকাশের জন্যই হাতির চিত্র আঁকেন।

**বাঘ:** বাঘ লোকচিত্রকলার একতি অন্যতম মোটিফ। দেওয়ালচিত্রে বেশ কিছু ক্ষেত্রে বাঘ মোটিফ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া পটচিত্রে বাঘের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। পটচিত্রে বিশেষ কোন কাহিনি বর্ণনায় বাঘের চিত্র দেখা যায়। পটচিত্রে, সরাচিত্রে বাঘের, ওপর উপবিষ্ট দেবী চিত্র দেখা যায়।

**সিংহ:** সিংহ দেবীদূর্গার বাহন। তাই সরাচিত্র, পটচিত্র প্রভৃতি লোকচিত্রকলা আঙ্গিকে দেবদেবী চিত্র অঙ্কনের সময় সিংহের চিত্রও আঁকা হয়।

চিত্র নং-৩ পটচিত্রে টিয়া

**হাঁস ও মোরগ:** দেওয়ালচিত্রে জোড়া হাঁস, জোড়া মোরগের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। আলপনায় বিশেষ করে বিবাহ অনুষ্ঠানে দেওয়া আলপনায় হাঁসের মোটিফ আঁকা হয়। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যায়। এককভাবে হাঁস বা মোরগ আঁকা হয় না, জোড়ায় জোড়ায় অঙ্কিত হয়। জোড়ায় আঁকার কারণ জোড়া পাখি বা মোরগের চিত্রকে প্রেমের প্রতীক মনে করা হয়।

**টিয়া:** দেওয়ালচিত্র ও পটচিত্রের একটি মোটিফ হল টিয়া পাখি। টিয়া পাখির বুদ্ধিদীপ্ততার পরিচয় বিভিন্ন লোককাহিনিতে পাওয়া যায়। তবে দেওয়ালচিত্রে সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যই টিয়া পাখি অঙ্কিত হয়। যেহেতু টিয়া বনের সুন্দর পাখি যার সুর খুব সুন্দর। তাই তাদের মনে টিয়া পাখি আঁকার কথা খুব সহজেই আসে (চিত্র নং-৩)।

**প্রজাপতি:** প্রজাপতিও আলপনার একটি অন্যতম মোটিফ। প্রজাপতি সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়। বাঙালী বিবাহের সাথে প্রজাপতির একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। প্রজাপতি শুভ হিসাবে মানা হয়। তাই বিবাহের পিঁড়িতে জোড়া প্রজাপতি অঙ্কন করা হয়।

**ময়ূর:** লোকচিত্রকলার একটি বিশেষ মোটিফ হল ময়ূর। দেওয়ালচিত্রে জোড়া ময়ূরের ছবি দেখা যায়। তবে মুখোমুখি ময়ূরের চিত্র বেশী দেখা যায়। আমরা জানি ময়ূর সৌন্দর্যের প্রতীক। আবার ময়ূর সাপ ভক্ষণ করে। সুতরাং আমার ধারণা দেওয়াল সৌন্দর্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীরা জঙ্গলে সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতীকার্থে ময়ূরের চিত্র অঙ্কন করে।

## ৩.সৌরজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ:

লোকশিল্পের জগতে অপর একটি মোটিফ হল প্রাকৃতিক জগৎকেন্দ্রিক মোটিফ। লোকশিল্প তথা লোককারুশিল্পকলার বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রাকৃতিক উপাদান সূর্য, চাঁদ প্রভৃতি মোটিফের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। লোকচিত্রকলার বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে আলপনায় বিশেষ করে সূর্য, চাঁদের মোটিফ লক্ষ্য করা যায়। সূর্য কে হিন্দু মতে দেবতা জ্ঞানে পূজো করা হয়। সূর্যের আলো প্রখরতা, উজ্জ্বলতা ও জ্ঞানের প্রতীক। বৈদিক সাহিত্যেও এর বিবরণ রয়েছে। সূর্য মোটিফ সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় এবং পিঁড়িতে আলপনা দেওয়া হয়। আদিবাসী সমাজেই সাঁওতাল ছাড়া অন্যান্য কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে দেওয়ালচিত্রের গোলাকার চিত্র দেখা যায়, যেগুলি কালো রঙের। আলপনায় গোলাকার কালো বৃত্তের পাশে সাদা রঙের পাপড়ি অঙ্কন করা হয়। তবে দেওয়ালচিত্রের ক্ষেত্রে শুধু কালো রঙের বৃত্ত দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে ওয়াকিল আহমেদের ‘বাংলার চারু ও কারু লোকশিল্প’ শীর্ষক গ্রন্থে উক্ত বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য:

> “শূণ্যগর্ভে কালো রঙের বৃত্তটি সূর্যগ্রহণের, আর সাদা রঙের পাপড়িগুলি সূর্যরশ্মির প্রতীক।”[১৪]

৪. **জ্যামিতিক নক্‌শাকেন্দ্রিক মোটিফ:** জ্যামিতিক নক্‌শাকেন্দ্রিক মোটিফের মধ্যে বিভিন্ন নক্‌শা লক্ষ্য করা যায়। যেমন- অর্ধবৃত্তাকার, বর্গাকার, ত্রিভূজাকার, বৃত্ত, বিন্দু, বিভিন্ন রেখা দিয় আঁকা নক্‌শা ইত্যাদি এগুলিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আলপনা ও দেওয়ালচিত্রে পরিলক্ষিত হয় (চিত্র নং-৪)। তবে পটচিত্র, পুঁথিচিত্র ও পাটাচিত্রের ক্ষেত্রেও জ্যামিতিক নক্‌শার সরলরেখা বা বক্ররেখার ব্যবহার করা হয়। নিম্নে কিছু জ্যামিতিক আকার বৈশিষ্ট্য মোটিফের বিবরণ দেওয়া হল:

চিত্র নং-৪ জ্যামিতিক মোটিফ

**ত্রিভূজাকার:** দেওয়ালচিত্রে একসাথে পরপর সারি করে অনেক ত্রিভূজ একসাথে অঙ্কিত করা হয়। এটি রিলিফের ক্ষেত্রেই বেশী দেখা যায়। আলপনার ক্ষেত্রে ত্রিভুজাকার করে বিভিন্ন ফুল নক্‌শা করা হয়ে থাকে।

**বৃত্তাকার:** ভূমিতে বা দেওয়ালে চিত্র অঙ্কনের সময় বৃত্তাকার করে নিয়ে চারপাশে নক্‌শা করা হয়। আবার কোন কোন সময় ফুল অঙ্কনের জন্য গোলাকার বৃত্ত অঙ্কন করা হয়। অনেক সময় অর্ধবৃত্তাকার জ্যামিতিক নক্‌শাও লক্ষ্য করা যায়।

**বর্গাকার:** বর্গাকার জ্যামিতিক নক্‌শা ও লক্ষ্য করা যায়। কোন ফুল অঙ্কনের ক্ষেত্রে বর্গাকার নক্‌শা ব্যবহার করা হয়। এছাড়া পটচিত্রের ক্ষেত্রে কোন কাহিনি খণ্ড খণ্ড করে বর্ণনার জন্য বর্গাকারে বিভক্ত করে নেওয়া হয় এ ক্ষেত্রে এটি মোটিফ হিসেবে উল্লেখ্য না হলেও বর্গাকার, নক্‌শার ব্যবহার হয় বলে উল্লেখ করা যায়।

**আয়তকার:** লোকচিত্রকলার জ্যামিতিক নক্‌শার ক্ষেত্রে আয়তাকার নক্‌শা ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় সবচেয়ে বেশি দেওয়ালচিত্র ও আলপনায় দেখা যায়। আয়তাকার রেখা অঙ্কন করে তার মধ্যে বিভিন্ন রং দিয়ে চিত্র অঙ্কন করা হয়। আলপনার ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকমভাবে নক্‌শা করতে দেখা যায়। দেওয়ালচিত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রং ব্যবহার করার ফলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

**বিন্দু:** বিন্দু ও জ্যামিতিক নক্‌শার মধ্যে পড়ে। বিন্দুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন নক্‌শা করা হয় এছাড়া বিন্দু বিন্দু করে দেওয়াল ও ভূমিতে আলপনা অঙ্কন করতেও দেখা যায় এতে আলপনা সৌন্দর্য যেন আলাদা মাত্রা পায়।

**রেখা:** জ্যামিতিক নক্‌শার মধ্যে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নক্‌শা হলো রেখা। রেখা বলতে সেটি সরলরেখা, বক্ররেখা, দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র রেখা বিভিন্ন ধরনের রেখা দেখা যায়। আলপনা, দেওয়াল আলপনা ও দেওয়ালচিত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রেখার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

উপরোক্ত যে সমস্ত জ্যামিতিক নক্‌শাগুলির বর্ণনা করা হলো তা বিভিন্ন বস্তুর প্রতীক তাই লোকচিত্রকলায় প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক, উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক বিভিন্ন মোটিফের ন্যায় জ্যামিতিক নক্‌শা ও রেখা ও প্রাধান্য পায়।

## ৫. দেব-দেবী কেন্দ্রিক মোটিফ:

বাংলার লোকচিত্রকলায় বিভিন্ন দেবদেবীর মোটিফ লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের দেবতার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসের কারণেই লোকচিত্রকলায় দেব-দেবী চিত্র অঙ্কনের প্রবণতা দেখা যায়। মূলত সাধারণ মানুষ তাদের মনের কামনা বাসনা, আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে থাকে চিত্রের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেব-দেবীকে পুজো করার সঙ্গে থাকে বিভিন্ন

মনস্কামনা পূরণ ও প্রার্থনার আর্তি। এই বিশ্বাস ও ভক্তির জন্য এই লোকচিত্রের ক্ষেত্রে বিশেষত পটচিত্র আলপনা, সরা চিত্রের, পুথি ও পাঠাচিত্রের বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবীর চিত্র অঙ্কন করতে দেখা যায়। যে সমস্ত দেব-দেবী চিত্র দেখা যায় সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল:

**লক্ষ্মী:** দেব-দেবীকেন্দ্রিক মোটিফের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মোটিফ হল দেবী লক্ষ্মী। দেবী লক্ষ্মীর পূর্ণ আকৃতি এছাড়া লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, ধানের শীষ ইত্যাদি ও লক্ষ্মীর প্রতীক রূপে আঁকা হয়। লক্ষ্মী ধন সম্পদের দেবী। তাই ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থেকে লক্ষ্মী চিত্র অঙ্কন করা হয়। আলপনা সরা চিত্র পটচিত্রের লক্ষ্মীর পূর্ণ মূর্তি এবং বিভিন্ন প্রতীকের চিত্র দেখা যায়। সরাচিত্র পটচিত্র প্রভৃতিতে লক্ষ্মীর মূর্তি আঁকা হয়। এক্ষেত্রে লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা ধানের ছড়াও থাকে আবার আলপনার ক্ষেত্রে লক্ষ্মীর পূর্ণমূর্তি থাকে না তবে পেঁচার চিত্র, লক্ষীর পা, ধানের ছড়া ইত্যাদি চিত্র দেখা যায়।

**দুর্গা:** সরাচিত্রের মধ্যে একটি সরাচিত্র হলো দুর্গা সরা। এখানে মা দুর্গার সপরিবারে চিত্রিত হয়। পটচিত্রে মা দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী রূপ দেখতে পাওয়া যায়। দেবী দুর্গা নারী শক্তির প্রতীক। হিন্দু নারীরা নিজেদের মনস্কামনা পূরণ করার জন্য পুজো করে দেবী দুর্গার। ধর্মীয় কারণেই নারীরা দেবী দুর্গার চিত্র আঁকেন (চিত্র নং-৫)।

চিত্র নং-৫ দুর্গা মোটিফ

**সরস্বতী:** বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে বিদ্যার দেবী মা সরস্বতী চিত্র পটচিত্রে দেখা যায়। সরাচিত্রে ও কোন কোন সময় সরস্বতী চিত্র আঁকা হয়। তবে যে দেবীর চিত্রই আঁকা হোক নিচের দিকে লক্ষ্মীর মূর্তি চিত্র থাকে। মা সরস্বতী বিদ্যা বুদ্ধির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত তাই শিল্পী মনে সরস্বতী স্থান পায়। এছাড়া সরস্বতীর বাহন হাঁস ও বীণার চিত্র আলপনায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়।

**মা কালী:** বাঙালির মনে যেমন মা দুর্গার স্থান তেমনি মা কালীর। মা কালীর কথা বলতে একটি ভয়ঙ্কর মূর্তি আমাদের চোখের সামনে আসে। তার রক্তমাখা জিহ্বা, নগ্ন দেহ, চন্ডাল রূপ সব মিলিয়ে ভয়ংকর মূর্তি। মা কালীও শক্তির প্রতীক। হিন্দুদের মনে মা কালী স্থান ও তাই মা দুর্গার পরেই। পটো চিত্রের বিভিন্ন রূপে মা কালীর চিত্র অংকন করতে পটুয়াদের দেখা যায়। চাল চিত্রের যে চিত্র থাকে সেখানেও কালের রূপ চিত্রের মধ্যে বর্ণনা করা হয়। এখানে কালির চন্ডী রূপটির চিত্রই অঙ্কিত হয়।

**রাধাকৃষ্ণ:** হিন্দু ধর্মের মানবসমাজে রাধাকৃষ্ণের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম কাহিনি ভীষণভাবে প্রচলিত এবং বাংলা সাহিত্যের গুরুত্ব রয়েছে। লোকসংস্কৃতির আঙ্গিক লোকসংগীতেও রাধা কৃষ্ণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। পটচিত্রের, সরাচিত্রে রাধাকৃষ্ণের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। সরাচিত্রে লক্ষ্মীনারায়ণ নামে প্রচলিত। রাধাকৃষ্ণের আলাদাভাবেও চিত্র দেখা যায়। প্রেমলীলার কাহিনি থাকে এছাড়া পুঁথি ও পাটা চিত্রে যে চিত্র থাকে সেখানেও রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর চিত্রই অধিক দেখা যায় (চিত্র নং-৬)।

**মনসা:** পটচিত্রে মনসা দেবীর চিত্র দেখা যায়। মা মনসা ভীষণ রাগী দেবী হিসেবে পরিচিত। বেহুলা, লক্ষীন্দর কাহিনি বর্ণনা ও মনসা দেবীর প্রসঙ্গ আসে। পটচিত্রের মনসামঙ্গলের কাহিনি চিত্রাকারে বর্ণনা করা হয়। মনসার ঘট চিত্রে ও মনসা চালিতে ও মনসা দেবীর চিত্র লক্ষ্য করা।

চিত্র নং-৬ রাধাকৃষ্ণ

এছাড়াও লোকচিত্রকলার ক্ষেত্রে অন্যান্য আরো আনেক মোটিফ লক্ষ্য করা যায়। যেমন বস্তুকেন্দ্রিক মোটিফ। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে এর মধ্যে রয়েছে শঙ্খ, কুলো, কড়ি, পেনসিল, প্রদীপ ইত্যাদি। মূলত এই ধরণের মোটিফগুলি আলপনা ও দেওয়ালচিত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়। আবার পটচিত্র ও দেওয়ালচিত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন কাহিনিচিত্র। যেমন দৈনন্দিন জীবনের কাহিনি, শিকারের কাহিনি, কৃষ্ণলীলা কাহিনি, বন্যার বিবরণ, মনসা মঙ্গল ও সামাজিক ঘটনার চিত্র। লোকচিত্রকলায় ব্যবহৃত মোটিফগুলি যেমন সৌন্দার্যায়নের জন্য ব্যবহার করা হয় তেমনি এর মধ্যে রয়েছে অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

**উপসংহার:** লোকচিত্রকলার বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন ধরনের নক্‌শা ও মোটিফ এর ব্যবহার করা হয়। তার মধ্যে যেমন থাকে নান্দনিকতা তেমনই এর মধ্যে রয়েছে আর্থসামাজিক মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য। লোকচিত্রকলার বিভিন্ন ধারায়

মোটিফের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। চিত্রকেই মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই মনের ভাব প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে ধরে নিয়েছে। মোটিফগুলি অলংকরণের মাধ্যমে যে শুধু সৌন্দর্য বৃদ্ধি বা কোন বস্তুর সাজসজ্জায় করানো হয় তা নয় মোটিফের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয় মানব সমাজের কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা। জাদু বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই মোটিফ বা নক্‌শা অঙ্কন হয়। যে চিত্র মানুষ আঁকেন তাদের বিশ্বাস তা বাস্তবে ঘটবে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে তথা বাংলায় লোকচিত্রকলায় ব্যবহৃত মোটিফগুলির প্রায় সবগুলির মধ্যেই রয়েছে ঐতিহ্য, অন্তর্নিহিত অর্থ ও নান্দনিকতা। তবে অঞ্চলভেদে বিশেষ তাৎপর্যতা বহন করে এবং বৈচিত্র্যতা লাভ করে থাকে। এই প্রবন্ধ পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় লোকশিল্প তথা লোকচিত্রকলায় মোটিফের ব্যবহার ঐতিহ্য বহন এবং সৌন্দর্যায়নের সঙ্গে সমাজচিত্র, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যও ফুটে ওঠে।

**তথ্যসূত্র:**


১. Motif." Vocabulary.com, IXL Learning, accessed 6 Aug. 2025, www.vocabulary.com/dictionary/motif.

২. Lasley, brown (Ed), The New Oxford Dictionary, the new authority of English Language (Vol-I), Oxford: Cleardon press, pp- 1839.

৩. দাস, টগরী। মণ্ডল, সুজয়কুমার। লোকশিল্পের মোটিফ: ধারণা, প্রেক্ষিত ও বচিত্র্য। IRJHSS, Volume-II, Issue-I, June-2016, pp-10

৪. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স। কলকাতা: গাঙচিল, ২০০০, পৃ: ৪।

৫. আহমেদ, ওয়াকিল। বাংলার চারু ও কারু লোকশিল্প। ঢাকা: গতিধারা,২০১৪, পৃ: ১৮।

৬. মণ্ডল, বিজনকুমার। সংগ্রহশালা ও লোকশিল্প। কলকাতা: ব-দ্বীপ প্রকাশনা, ১৯৯৯, পৃ: ৫৮।

৭. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৪, পৃ: ১৯।

৮. Oxford Advanced Uarners Dictionary of current English, New York: Oxford University Press, 2010, pp- 1569.

9. Mitra Moitreyee and Dipendranath Mitra (Ed), Oxford English-Bengali Dictionary, Oxford: The Oxford University Press, 2013, pp- 1181.

১০. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৪, পৃ: ২১-৪৩।

১১. মণ্ডল, সুজয়কুমার। লোকশিল্প তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত। কলকাতা: নটকম কলকাতা, ২০১১, পৃ: ৫৪।

১২. Ahmed Parkeen, Bangladesh kantha Art in The Indo Ganjetic, Matrik, Dhaka: Bangladesh National Museum, 2004, pp. 26150.

১৩. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৪, পৃ: ২০.

১৪. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ৪, পৃ: ২৩.


**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:**


১. আহমেদ, ওয়াকিল। বাংলার চারু ও কারু লোকশিল্প। ঢাকা: গতিধারা, ২০১৪, পৃ: ১৮।

২. মণ্ডল, সুজয়কুমার। লোকশিল্প তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত। কলকাতা: নটকম কলকাতা, ২০১১।

৩. মান্না, সুব্রতকুমার। বাংলার পটচিত্র পটুয়া সংগীত পটুয়া সমাজ ও লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান। কলকাতা: ফার্মা কে.এল.এম., ২০১২।

৪. মণ্ডল, বিজনকুমার। সংগ্রহশালা ও লোকশিল্প। কলকাতা: ব-দ্বীপ প্রকাশনা, ১৯৯৯।

৫. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি। বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স। কলকাতা: গাঙচিল, ২০০০।